দেশের গণতন্ত্রের সাফল্যের উল্লেখ ● ভারতের উন্নয়ন বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবে

রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তান, চিন নিয়ে মোদির বার্তা

নিউ ইয়র্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর : সময় বদলেছে। বদলে গিয়েছে ভারত। এখন শুধু কাশ্মীর-পাকিস্তানের গণ্ডিতে বদ্ধ নয় ভারতীয় কূটনীতি। শনিবার রাষ্ট্রসংঘের ৭৬তম সাধারণসভায় দেওয়া ভাষণের ছত্রে ছত্রে তা বুঝিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাক প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে কাশ্মীর নিয়ে দীর্ঘ সময় খরচ করেছিলেন। কিন্তু গোটা বক্তৃতায় কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুললেন না মোদি। ইমারানের অভিযোগের জবাব দেওয়ার ভার রাষ্ট্রসংঘে ভারতের ফার্স্ট সেক্রেটারিকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর এদিনের বক্তব্যের ভর কেন্দ্রছিল আফগানিস্তান, করোনা পরিস্থিতি, টিকাকরণ ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা।

বক্তব্যের শুরুতে ভারতীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের কথা জানানোর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন মোদি। ব্যাংক, স্বাস্থ্যবিমা, অনলাইন লেনদেন, গৃহনির্মাণ, টিকাকরণে দেশের সাফল্যের কথা জানাতে গিয়ে বলেন, 'ভারতের উন্নয়ন গোটা বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ভারতের পরিবর্তন পৃথিবীকে বদলে দেবে।' এরপরেই পাখির চোখ করেন সন্ত্রাসবাদকে। কাশ্মীর নয়, আফগানিস্তানে সন্ত্রাসবাদের সম্ভাব্য বিস্তার নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলকে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের ধারক-বাহক নাম না করে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কোথাও কোথাও পশ্চাৎপদ ভাবনা মাথাচাড়া দিচ্ছে। যে দেশ সন্ত্রাসবাদকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে জঙ্গিরা তাদের পক্ষেও কিন্তু বিপজ্জনক। সন্ত্রাসবাদ কারও রাজনৈতিক হাতিয়ার হতে পারে না।' বলেন, 'আফগানিস্তানকে জঙ্গিরা যাতে ব্যবহার করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। কাউকে আফগানিস্তানের অস্থিরতার সুযোগ নিতে দেওয়া হবে না। সেখানকার মহিলা, শিশু ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে।' পাকিস্তানের সঙ্গে চিনকেও 'বার্তা' দিয়েছেন মোদি। আফগানিস্তান থেকে শুরু করে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর, কোথাও যে চিনকে একতরফা আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ দেওয়া হবে না, তা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, 'কোনও দেশ যেন নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আফগানিস্তানকে ব্যবহার করার চেষ্টা না করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বড় অংশ হয় সমুদ্রপথে। খেয়াল রাখতে হবে কারও আগ্রাসী মনোভাব যেন সামুদ্রিকবাণিজ্যে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।' এই প্রসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের উদ্যোগে সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সদস্য দেশগুলি একমত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। ওয়াশিংটনে কোয়াড গোষ্ঠীর বৈঠককেও সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে চিনকে সতর্ক করেছিল ভারত, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের জোট।

টিকা রপ্তানি ইস্যুতে এদিন বিশ্বকে আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারত সরকার ইতিমধ্যে বিদেশে টিকা রপ্তানির ছাড়পত্র জারি করেছে। বিভিন্ন দেশে ভারতে উৎপাদিত ডোজ পৌঁছোতে শুরু করেছে। ১২ বছরের ঊর্ধ্ব সবার জন্য টিকা তৈরি করেছে ভারত। নাজাল (নাকে ব্যবহৃত) টিকা নিয়েও এখানে গবেষণা চলছে বলে জানান তিনি। বিদেশি টিকা সংস্থাগুলিকে ভারতে উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে তোলার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মোদি। করোনায় মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, 'দেড়বছর ধরে গোটা বিশ্ব অতিমারির মোকাবিলা করছে। এমন সংকট গত ১০০ বছরেও আসেনি।' শনিবার নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি হিসাবে ভারতের 'দৃঢ় নেতৃত্ব'-এর প্রশংসা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। নতুন ভারত যে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার লক্ষ্যেই এগোনোর বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

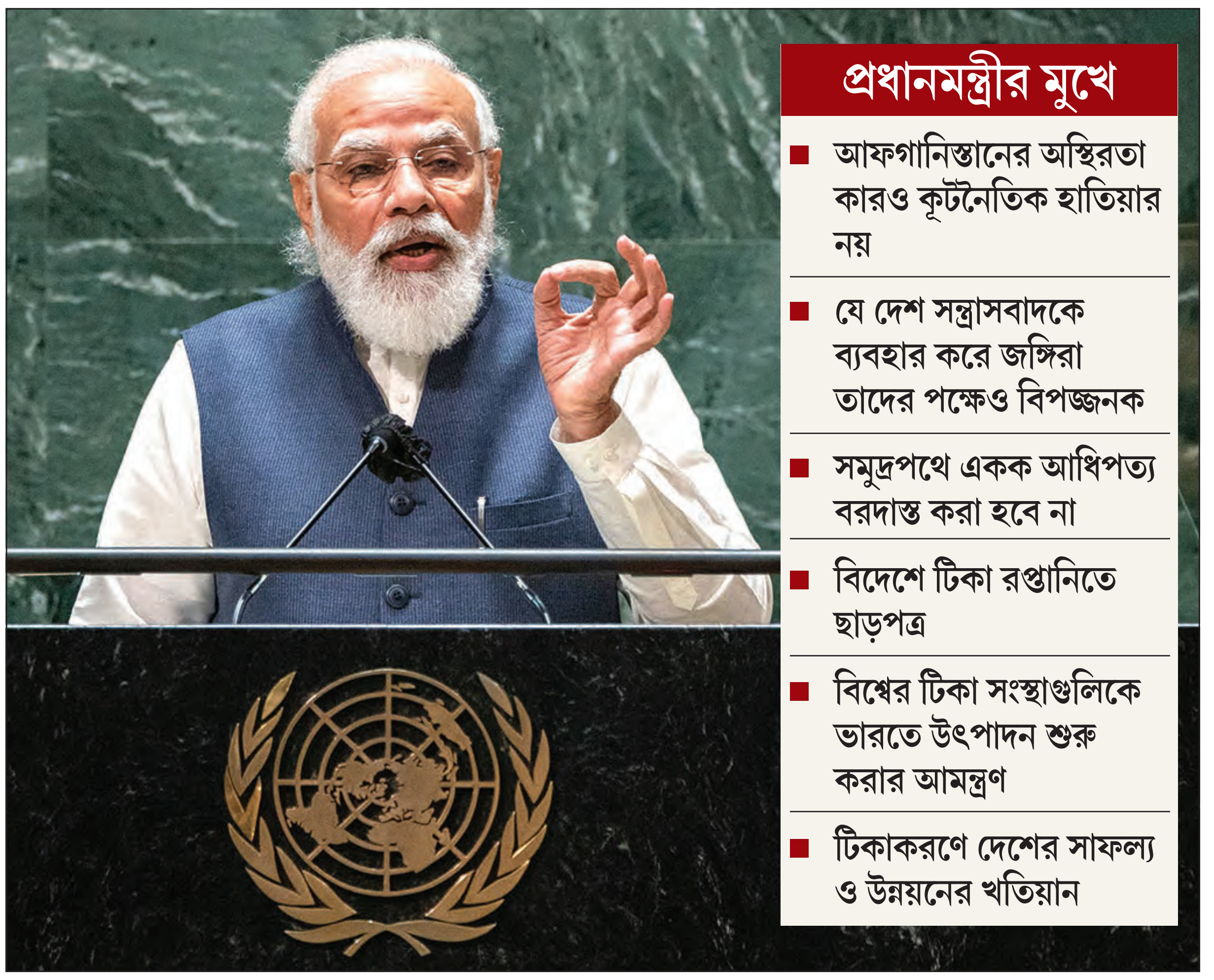

প্রধানমন্ত্রীর মুখে

- আফগানিস্তানের অস্থিরতা কারও কূটনৈতিক হাতিয়ার নয়
- যে দেশ সন্ত্রাসবাদকে ব্যবহার করে জঙ্গিরা তাদের পক্ষেও বিপজ্জনক
- সমুদ্রপথে একক আধিপত্য বরদাস্ত করা হবে না
- বিদেশে টিকা রপ্তানিতে ছাড়পত্র
- বিশ্বের টিকা সংস্থাগুলিকে ভারতে উৎপাদন শুরু করার আমন্ত্রণ
- টিকাকরণে দেশের সাফল্য ও উন্নয়নের খতিয়ান

প্রয়াত নারী আন্দোলনের নেত্রী কমলা ভাসিন

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : 'শিক্ষা ছাড়া নারীমুক্তি হয় না', বলেছিলেন তিনি। নিজের বক্তব্য প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছিলেন নিজেরই লেখা 'কিঁউ কি ম্যায় লড়কি হুঁ মুঝে পড়না হ্যায়' কবিতায়। নিজের গোটা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন নারীর অধিকার আদায় ও রক্ষার সংগ্রামে। নারী অধিকার রক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ট এই নেত্রীর নাম কমলা ভাসিন। শনিবার ভোর রাতে তাঁর জীবনাবসান হল দিল্লিতে। বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

স্বাধীনতার প্রাক মুহূর্তে জন্ম কমলা ভাসিনের। ১৯৪৬ সালে ২৪ এপ্রিল অবিভক্ত ভারতের পঞ্জাবে। নিজের সময়কে চিহ্নিত করতে তিনি বলতেন 'মধ্যরাতের প্রজন্ম'। দেশভাগের পর ভারতে চলে আসেন তাঁর পরিবার। ভারত ছাড়া জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি পড়াশোনা করেছেন সমাজতত্ত্ব নিয়ে। ভাসিনের বাবা ছিলেন পেশায় চিকিৎসক। সেই সূত্রে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন দেশের গরিব মহিলাদের জীবন ও ব্যক্তিগত সমস্যাবলিকে। নাতিদীর্ঘ জীবনে ভারতের নারী অধিকার রক্ষা আন্দোলনকে অন্যমাত্রা দিয়েছিলেন কমলা। সাতের দশক থেকেই সরব হন নারীমুক্তি নিয়ে।

শনিবার ভাসিনের মৃত্যুর খবর প্রথম জানা যায় তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু কবিতা শ্রীবাস্তবের টুইট থেকে। কবিতা লেখেন, 'আমাদের প্রিয় বন্ধু কমলা ভাসিন ২৫ সেপ্টেম্বর ভোর তিনটের সময় আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। ভারতীয় নারী আন্দোলন শুধু নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রেই তাঁর মৃত্যু বিরাট ধাক্কা।' কমলার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ লেখেন, 'তিনি শুধু নারী অধিকার কর্মী ছিলেন না। ছিলেন মানবতাবাদীও। জনস্বার্থে তাঁর উদ্যোগে হিমাচলপ্রদেশের জাগরী, রাজস্থানে স্কুল ফর ডেমোক্র্যাসির মতো সংগঠন তৈরি হয়েছে। এই ধরনের কাজে এখন থেকে তাঁর অভাব অনুভূত হবে।'

লেখক হিসাবেও সুনাম ছিল ভাসিনের। নিজের লেখা কবিতা, গদ্যের মধ্য দিয়ে তিনি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো এবং পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যকে। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে জনপ্রিয় সতরঙ্গি লাড়কে, সতরঙ্গি লাড়কিয়া ইত্যাদি। তাঁর লেখা একাধিক বই অন্তত ৩০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

২০০২ সালে ভাসিন সংগত নামে একটি সংস্থা তৈরি করেন, যার অন্যতম প্রধান কাজ প্রত্যন্ত এলাকায় দরিদ্র পল্লির সুযোগবঞ্চিত মহিলাদের শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন ঘটানো। ভারত-সহ দক্ষিণ এশিয়ায় ওয়ান বিলিয়ন রাইজিং আন্দোলনের সামনের সারিতে থেকে ভাসিন লড়াই চালিয়েছেন লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে।

সুপ্রিম কোর্টের ই-মেলে মোদির মুখ, ক্ষুব্ধ রামানা

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : সুপ্রিম কোর্টের ই-মেলে প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও কেন্দ্রীয় স্লোগানকে কেন্দ্র করে সরগরম হল আইনি মহল।

দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে প্রায় ছয় মাস ধরে 'আজাদি কি অমৃত মহোৎসব' পালন করার বর্ণাঢ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। সেই সূত্রে দেখা গিয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রার অফিস থেকে বার কাউন্সিল সদস্যদের পাঠানো ই-মেলের সিগনেচার এন্ডে রয়েছে মোদির হাসিমুখের ছবি। এরসঙ্গে আছে কেন্দ্রের 'সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস' স্লোগানটি। সেটি আর কিছুই নয়, এনআইসি দ্বারা কেন্দ্রীয় বিজ্ঞাপনী প্রচার মাত্র।

আইনজীবী মহলের একাংশ এর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, সুপ্রিম কোর্ট বা দেশের বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থা কখনই কোনও সরকারের নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। এর ফলে সরকার ও দেশের বিচার বিভাগের মধ্যে ন্যূনতম বিভাজন মুছে গিয়েছে। সেই ছবি ভাইরাল হয় আইনি মহলে। নালিশ যায় স্বয়ং প্রধান বিচারপতি কাছে। এই ঘটনায় তীব্র উষ্মাপ্রকাশ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা। কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প ও কর্মসূচির বিজ্ঞাপনের দায়িত্বে থাকা ন্যাশনাল ইনফরমেটিকস সেন্টার (এনআইসি)-কে চিঠি লিখে অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রীর ছবি সহ স্লোগানগুলি সরানোর নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। একইসঙ্গে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর ছবি নয়, সুপ্রিম কোর্টের ই-মেল সিগনেচার এন্ডে রাখা হোক সুপ্রিম কোর্টেরই ছবি। সুপ্রিম 'ধমক' খেয়ে তড়িঘড়ি মোদি সহ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ছবি সুপ্রিম কোর্টের ই-মেল সিস্টেম থেকে সরিয়ে নেয় এনআইসি। কিন্তু গোটা বিষয় নিয়ে তীব্র বিতর্ক ও সমালোচনার মুখে পড়ে মোদি সরকার।

বিতর্ক এখানেই থেমে থাকেনি। সুপ্রিম কোর্ট ছাড়াও, বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত কেন্দ্রীয় সংস্থা যথা, ন্যাশনাল কনসিউমার ডিসপিউট রিড্রেসাল কমিশন, ইনকাম ট্যাক্স এপিলেট ট্রাইব্যুনাল, সেন্ট্রাল এডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল, মতো একাধিক সংস্থার ওয়েবসাইট, লেটার হেড, ই-মেলেও দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও নানাবিধ কেন্দ্রীয় স্লোগান। এবার সুপ্রিম কোর্টের সূত্র ধরে সেগুলির অপসারণের দাবি উঠেছে ট্রাইবুনাল কর্মচারীদের একাংশে। এই ঘটনায় চরম অস্বস্তির মুখে পড়েছে কেন্দ্র।

ক্যাপ্টেন ঘনিষ্ঠদের ছেঁটে নয়া মন্ত্রীসভা

চণ্ডীগড় ও নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : এবার পঞ্জাবের নতুন মন্ত্রীসভায় ক্যাপ্টেন ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত পাঁচজনকে ছেঁটে ফেলল কংগ্রেস হাইকমান্ড। শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত নিজের তুঘলক লেনের বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নির সঙ্গে বৈঠক করেন রাহুল। সেখানেই চূড়ান্ত হয় নতুন মন্ত্রীসভায় কারা ঠাঁই পাচ্ছে। শনিবার কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল, হরিশ রাওয়াত, হরিশ চৌধুরী এবং অজয় মাকেনের উপস্থিতিতে নতুন মন্ত্রীদের ব্যাপারে ঐকমত্য গঠিত হয়। মন্ত্রীদের তালিকা এদিন রাজ্যপাল বানওয়ারিলাল পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। ১৫ জন মন্ত্রী রবিবার বিকেল সাড়ে চারটেয় শপথ নেবেন। ৭ জন বিধায়ক নতুন মন্ত্রী হচ্ছেন।

যে পাঁচ জনকে মন্ত্রীসভা থেকে ছেঁটে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়েছে, তারা হলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলবীর সিধু, রাজস্বমন্ত্রী গুরপ্রীত সিং কাঙ্গার, শিল্পমন্ত্রী সুন্দর শ্যাম অরোরা, সমাজকল্যাণমন্ত্রী সাধু সিং ধরমসোত এবং ক্রীড়ামন্ত্রী রানা গুরমীত সিং সোধি। প্রাক্তন সেচমন্ত্রী রানা গুরজিৎ সিংকে মন্ত্রীসভায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বালি খাদান বণ্টনে দুর্নীতির অভিযোগে তিনি অমরিন্দরের মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। চান্নির মন্ত্রীসভায় নতুন যে মুখগুলিকে আনা হয়েছে তাঁদের মধ্যে পারগত সিং, কুলজিৎ নাগরা, অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সিধু ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। জানা গিয়েছে, পারগাত ও নাগরাকে মন্ত্রীসভায় নেওয়ার ব্যাপারে প্রথমে রাজি ছিলেন না চান্নি। ওয়ারংকে মন্ত্রীসভায় রাখার ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী মনপ্রীত সিং বাদল। কিন্তু সেখানেও বাধ সাধেন সিধু। রাজনৈতিক মহলের মতে, চান্নি মন্ত্রীসভায় শেষপর্যন্ত নভজ্যোৎ সিং সিধুর পছন্দই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

গত সোমবার শপথের পর থেকে সিধু যেভাবে চান্নির পাশে ছায়ার মতো লেগে রয়েছেন তাতে বিরোধীরা ইতিমধ্যে তাঁকে সুপার সিএম বলে আখ্যা দিয়েছে।

বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনী

ঋদ্ধিমান চৌধুরী, ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর : মহাত্মা গান্ধি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে নিয়ে শুরু হল ডিজিটাল প্রদর্শনী। ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশন, সংস্কৃতি মন্ত্রক ও বাংলাদেশ শিল্পকলা অ্যাকাডেমির যৌথ উদ্যোগে ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত এই প্রদর্শনী চলবে। শনিবার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ দিপু মনি। বক্তৃতা দেন সাংস্কৃতিক প্রতিমন্ত্রী কেএম খালিদ, ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী, শিল্পকলা অ্যাকাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলি লাকি।

১৯৪৭ সালের অগাস্টে কলকাতায় মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে দেখা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁদের সাক্ষাতের সম্ভবত একমাত্র ছবিও এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এছাড়া জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সহ একশোর বেশি ঘটনা ও বিভিন্ন তথ্য এই ডিজিটাল প্রদর্শনীতে দেখানো হচ্ছে। ২৭ মার্চ ঢাকা সফরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'বঙ্গবন্ধু-বাপু' ডিজিটাল জাদুঘরের উদ্বোধন করেছিলেন। কিন্তু কোভিডের কারণে প্রদর্শনীটি সাধারণের জন্য স্থগিত ছিল।১১ অক্টোবরের পর চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা এবং কলকাতাতেও বঙ্গবন্ধু-বাপু এই প্রদর্শনী হবে।

গালওয়ান নিয়ে চিনের দাবি ওড়াল ভারত

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : গালওয়ানে নাকি ভারতের জন্যই সংঘর্ষ হয়েছিল। চিনের দাবি, সব চুক্তি ভেঙে চিনা ভূখণ্ডে ভারতীয় সেনাবাহিনী না ঢুকলে গালওয়ানে সংঘর্ষ হত না। ভারত যথারীতি চিনের এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দন বাগচি বলেছেন, গালওয়ান নিয়ে চিনের দাবি সত্য নয়। পূর্ব লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে ভারতের উন্নয়ন কর্মসূচি স্বচ্ছ ও ধারাবাহিক। ওই এলাকায় চিন বরাবর উসকানিমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে গিয়েছে এবং একতরফাভাবে দ্বিপাক্ষিক স্থিতাবস্থা চুক্তি ভেঙে ভারতীয় ভূখণ্ডের দখল নেওয়ার চেষ্টা করেছে। সেই কারণেই ওই সংঘাত। চিন না চাইলে পূর্ব লাদাখে শান্তিভঙ্গ হত না।

এদিকে আমেরিকায় চতুর্দেশীয় কোয়াড বৈঠক নিয়েও নিজেদের অসন্তোষ চেপে রাখতে পারেনি চিন। শুক্রবার কোয়াড বৈঠকের আগেই চিনের তরফে ওই জোটকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করা হয়। কোয়াডকে 'একটি গুপ্তচক্র' হিসাবে বর্ণনা করে চিনের বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ান বলেন, 'এই ধরনের জোট আঞ্চলিক দেশগুলির স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখতে পারে না।'

সন্ত্রাস অস্ত্রে ইমরানকে তুলোধোনা স্নেহার

নিউ ইয়র্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চ নাকি ভারত-পাক দাবা খেলার ছক! এগিয়ে-পিছিয়ে 'কূটনীতির দান'। দিনের শেষে অবশ্য বাজিমাত করল ভারত। সৌজন্যে পাক প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের ফার্স্ট সেক্রেটারি স্নেহা দুবের 'কড়ারা জবাব'। প্রথাগত কৌশল বদলে প্রাথমিক চমক দিয়েছিলেন ইমরান খান। আন্তর্জাতিক স্তরে যেন তেন প্রকারেণ কাশ্মীরকে টেনে আনা পাকিস্তানের অভ্যাস। এবার কাশ্মীর প্রসঙ্গ টানলেও ইমরানের বক্তব্যে জুড়ে ছিল আফগানিস্তান।

রাষ্ট্রসংঘে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইমরান যেভাবে আমেরিকাকে নিশানা করলেন তার নজির অতীত ঘেঁটে বার করা অসম্ভব। বক্তৃতার শুরুতে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদের দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় শিকার বলে দাবি করে পাক প্রধানমন্ত্রী জানান, টুইন টাওয়ারে হামলার পর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমেরিকাকে সাহায্য করেছিল পাকিস্তান। কিন্তু আফগানিস্তান অভিযান চালকালীন মার্কিন সেনা পাকিস্তানে একের পর এক ড্রোন হামলা চালায়। মৃত্যু হয় ৮০ হাজার পাকিস্তানির। প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করলেও আমেরিকার থেকে তাঁরা কিছুই পাননি বলে দাবি ইমরানের। আমেরিকাকে 'অকৃতজ্ঞ' বলে উল্লেখ করেন তিনি। আমেরিকা ও তার বন্ধু দেশগুলির ভুল নীতির জন্য আফগানিস্তানের পরিস্থিতি জটিল হয়েছে।

কাশ্মীর নিয়ে তাঁর বক্তব্য, সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে ভারত। আন্তর্জাতিক মহল সব দেখেও চুপ করে রয়েছে। মোদি সরকারের আমলে ভারতে ইসলাম বিদ্বেষ বাড়ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। আফগানিস্তানে পালাবদল যে ইমরানের বক্তব্যে প্রভাব ফেলেছে সে ব্যাপারে একমত পর্যবেক্ষকরা। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের লড়াইয়ে আমেরিকার চেয়ে চিন, রাশিয়া, তালিবানের সমর্থন ইমরান খান সরকারের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, ভারতের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্কের কারণে আমেরিকার কাছে পাকিস্তানের গুরুত্ব যে তলানিতে ঠেকেছে তা উপলব্ধি করছে ইসলামাবাদ। গত দু'দশকে পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্যের নিরিখে আমেরিকাকে টেক্কা দিয়েছে চিন। ফলে পাকিস্তানের মার্কিন নির্ভরতা কমেছে।

সাধারণসভায় এদেশের প্রতিনিধি স্নেহা পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদে মদতদাতা রাষ্ট্র হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রসংঘ যে গোষ্ঠীগুলিকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে ঘোষণা করেছে সেগুলির সিংহভাগ পাকিস্তানের মাটি থেকে কাজকর্ম চালাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়ার ক্ষেত্রে নজির তৈরি করেছে পাক সরকার। ওসামা বিন লাদেনকে তারা আশ্রয় দিয়েছিল। তাকে শহিদের মর্যাদা দিয়েছে পাকিস্তান।' শান্তির বাণী পাক প্রধানমন্ত্রীর মুখে মানায় না বলে জানান স্নেহা। তিনি বলেন, 'সন্ত্রাস থেকে বিশ্বের নজর ঘোরাতে পাকিস্তান বারবার কাশ্মীর প্রসঙ্গ টেনে আনে। সেই সুযোগে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা বিভিন্ন দেশে নাশকতা চালানোর চেষ্টা করে। পাকিস্তান যে সন্ত্রাসবাদে মদতদাতা রাষ্ট্র সবাই সেটা জানে।' স্নেহা আরও বলেন, 'সমগ্র জম্মু-কাশ্মীর-লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পাকিস্তান ভারতের কিছু এলাকা বেআইনিভাবে দখল করে রেখেছে। তাদের অবিলম্বে সেই অংশ ছেড়ে দেওয়া উচিত।' শনিবার রাষ্ট্রসংঘে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ততক্ষণে ইমরানের বাক্যবাণ ভোঁতা করে দিয়েছেন স্নেহা।

সন্ত্রাস থেকে বিশ্বের নজর ঘোরাতে পাকিস্তান বারবার কাশ্মীর প্রসঙ্গ টেনে আনে। পাকিস্তান যে সন্ত্রাসবাদে মদতদাতা রাষ্ট্র সবাই সেটা জানে। সমগ্র জম্মু-কাশ্মীর-লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পাকিস্তান ভারতের কিছু এলাকা বেআইনিভাবে দখল করেছে। অবিলম্বে তা ছেড়ে দেওয়া উচিত।

কে এই স্নেহা দুবে

২০১২-র আইএফএস আধিকারিক স্নেহার ছেলেবেলা কেটেছে গোয়ায়। বাবা বহুজাতিক সংস্থার কর্মী। মা বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা। পুনের ফার্গুসন কলেজ থেকে স্নাতক হন স্নেহা। এমফিল করেছেন দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ছোট থেকে ফরেন সার্ভিসে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। ২০১১-য় প্রথম চেষ্টায় আইএফএস পরীক্ষায় সফল হন। ২০১৪-য় মাদ্রিদে ভারতীয় দূতাবাসে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের ফার্স্ট সেক্রেটারি পদে রয়েছেন। সাধারণসভায় স্নেহার বক্তব্যের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

পিএফআই-এর দিকে আঙুল দারাংয়ে

সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হিমন্তের

গুয়াহাটি, ২৫ সেপ্টেম্বর : দারাং জেলার ধোলপুরের গোরুখুঁটিতে উচ্ছেদ অভিযানে অসম পুলিশের ভূমিকা নিয়ে দেশজুড়ে তীব্র সমালোচনা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাও প্রবল সমালোচনার মুখে। চাপে পড়ে পুলিশের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে শুক্রবারই গুয়াহাটি হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেয় রাজ্য সরকার। কিন্তু শনিবার পর্যন্ত কে কমিটির প্রধান হবেন, ঘোষণা না করে শনিবার হঠাৎ পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিলেও দারাংয়ের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে কারা উসকানি দিয়েছে সেই প্রশ্ন বারবার তুলেছেন হিমন্ত। অশান্তির নেপথ্যে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (পিএফআই)-এর জড়িত থাকার ইঙ্গিতও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এরই মধ্যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কে নতুন করে জলঘোলা শুরু হয়েছে। শুক্রবার ইসলামাবাদে নিযুক্ত ভারতীয় কূটনীতিককে ডেকে অসমের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। বিজেপি শাসিত অসমে মুসলিমদের নিশানা করা হচ্ছে বলে পাকিস্তান অভিযোগ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পাকিস্তানের নাক গলানোর ঘটনায় হিমন্ত ও বিজেপি শিবিরের সুর চড়েছে। হিমন্তের দাবি, দারাংয়ের ঘটনার মধ্যে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ খোঁজার কোনও প্রয়োজন নেই। তবে রাজ্য সরকারের কাছে যে গোয়েন্দা রিপোর্ট রয়েছে তাতে বলা হয়েছে, গত তিন মাসে কিছু লোক ২৮ লক্ষ সংগ্রহ করেছিল সেখানকার গরিব মানুষদের থেকে। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছিলেন, দারাংয়ে কোনও উচ্ছেদ অভিযান হবে না। সরকারকে তাঁরা বোঝাবেন। কিন্তু উচ্ছেদ অভিযান শেষপর্যন্ত আটকাতে না পারায় তাঁরা স্থানীয়দের জড়ো করে গত বৃহস্পতিবার গোলমাল পাকায়।

হিমন্ত বলেন, আমাদের কাছে মোট ৬ জনের নাম রয়েছে। বৃহস্পতিবারের ঘটনার আগে উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলিকে খাবারদাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য এলাকায় গিয়েছিল পিএফআই। এ ব্যাপারে বেশ কিছু তথ্যপ্রমাণও হাতে এসেছে। তাতে পরিষ্কার, একজন অধ্যাপক সহ বেশ কিছু লোকজন সেখানে হাজির ছিল। এই ঘটনার তদন্ত হবে। অসম সরকারের তরফে ইতিমধ্যে পিএফআই-কে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার জন্য কেন্দ্রের কাছে একটি ডোজিয়ার পাঠানো হয়েছে। দারাংয়ের ঘটনায় সরকারিভাবে ২ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়েছে। যদিও স্থানীয়রা দাবি করেছেন, অনেকেই এখনও নিখোঁজ। অশান্তির নেপথ্যে বহিরাগতদের থাকার দাবি তুলে এদিনও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উচ্ছেদ হওয়ার কথা ছিল ৬০টি পরিবারের। কিন্তু সেদিন ওখানে ১০ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। এরা কোথা থেকে এল!

কোর্ট চত্বরে 'রেইকি' করেছিল আততায়ীরা

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নয়। বরং দীর্ঘদিন ধরে ছক কষে, ঠান্ডা মাথায় প্ল্যান করে নিকেশ করা হয়েছে কুখ্যাত গ্যাংস্টার জিতেন্দ্র সিং গোগীকে। এমনকি, অপারেশন চালানোর আগে বার তিনেক কোর্টরুম রেইকি'ও করে আততায়ীরা। আইনজীবী পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায় আদালত চত্বরে এমাথা-সেমাথা। ভয়াবহ রোহিনী কোর্টরুম শুটআউটে তদন্তে নেমে এমনই সব তথ্য প্রকাশ্যে আনল দিল্লি পুলিশ।

শুক্রবার, দিল্লির কোর্টে গ্যাংস্টারের শ্যুটআউটে গোটা রোহিনীজুড়ে নেমে আসে আতঙ্ক এবং ত্রাসের বাতাবরণ। রোহিনী কোর্টরুম শুটআউট নিয়ে প্রায় সঙ্গেসঙ্গে তদন্তে নামে দিল্লি পুলিশের এক স্পেশাল টিম। শুরু হয় খানা তল্লাশি, জিজ্ঞাসাবাদ ও সিসি টিভি ফুটেজ দেখে প্রাথমিক তদন্ত। একই সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানও রেকর্ড করেছে দিল্লি পুলিশ। সেই তদন্তের বিন্যাস থেকেই পাওয়া যায় নানান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। দীর্ঘদিন ধরেই এই হামলার ছক কষেছিল সুনীল তাজপুরিয়া বা কুখ্যাত টিল্লু গ্যাং। ভাড়া করা হয় দুই পেশাদার আততায়ীকে। প্রায় দু মাস আদালতে রেইকি চালায় দুই দুষ্কৃতী। শুধু আইনজীবীদের পোশাক পরা নয়, তাদের রকম-সকমও রপ্ত হাবভাব, বেশভূষায় হয়ে ওঠে দক্ষ আইনজীবী। আদালতের কর্মচারী, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন, মুহুরি ইত্যাদির সঙ্গে ভাব জমিয়ে জেনে ফেলে কবে, কোন কোর্টে, কার এজলাসে আনা হবে গোগীকে। আদালতের এ মাথা-ও মাথা ঘুরে গোটা ছক ফেঁদে নেয় তাঁরা। এমনকি একটা 'এসকেপ রুট' বা পালানোর পথও ভেবে রাখে দুই দুষ্কৃতী। যদিও শেষমেশ তা সম্ভব হয়নি। অপারেশন সফল হলেও পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় দুই কুখ্যাত অপরাধী।

তদন্তে নেমে পুলিশের প্রথম যে চিন্তাটি মাথায় আসে তা হল, কোর্টের প্রবেশদ্বারে সিসিটিভি তথা মেটাল ডিটেক্টর থাকা সত্ত্বেও, দুই দুষ্কৃতী পিস্তল নিয়ে কীভাবে আদালত চত্বরে প্রবেশ করল? এর উত্তরে রোহিনী থানার সাব-ইনস্পেকটর রমেশ কুমার বলেন, এর জন্য দায়ী দিল্লির আইনজীবী মহলই। মেটাল ডিটেকটরে স্ক্যান করাতে তাদের ঘোরতর আপত্তি। এতে তাদের আত্মমর্যাদায় ঘা লাগে। এর সুযোগই নিয়েছে দুই দুষ্কৃতী। মোল ডিটেক্টর' সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও বুক ঠুঁকে, ডাঁটের মাথায় তা চেকিং না করিয়েই অস্ত্র নিয়েই সেদিন ঢুকে পড়ে আদালত চত্বরে। এর পরিনাম কি মারাত্মক হতে পারে, এখন তা হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছেন আইনজীবীরা। শুধু তাই নয়, সেদিন সকাল-সকাল রোহিনী কোর্টে হাজির হয় দুই আততায়ী। সিসিটিভি ফুটেজে চিহ্নিত করা গিয়েছে তাদের।

এদিকে এই ঘটনার পর কোর্ট চত্বরে নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরা ঠিক আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।